গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস, বাংলাদেশ।

কপিরাইট নিবন্ধন
মেধাসম্পদ সংরক্ষণ

কপিরাইট বিষয়ক তথ্যাদি

কপিরাইট ঃ সৃজনকারীর সৃজনশীল কর্মের পুনরুৎপাদন করার অধিকার ও সৃজনশীল কর্মের ওপর সৃজনকারীর নৈতিক এবং আর্থিক অধিকারই কপিরাইট।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ ঃ সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস,শব্দ রেকর্ডিং, নাটক, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার গেইম প্রভৃতি বিষয়ে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করা যায়।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ঃ কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করলে–

- নিজের ও উত্তরাধিকারীর মালিকানা স্বত্ব সুরক্ষিত হয়।
- আইনগত জটিলতায় মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে আদালতে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ ব্যবহার করা যায়।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সেবা ঃ অনলাইন এবং ম্যানুয়্যাল দু'ধরনের রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান করছে কপিরাইট অফিস। **www.copyrightoffice.gov.bd ওয়েবসাইট এ প্রবেশ করে অনলাইনে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করা যাবে।**

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ঃ প্রণেতা বা রচয়িতার নামে রেজিস্ট্রেশনের আবেদনে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

- নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ০৩(তিন) কপি(ফরম ২)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক লিঃ এর যেকোন শাখায় **১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১** কোড নম্বরে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ট্রেজারি চালান করে তার মূল কপি এবং একটি ফটোকপি।
- সংশ্লিষ্ট কর্ম ০২ কপি।
- সফটওয়্যার কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির ব্যবহার উপযোগিতা / শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির শৈল্পিক ব্যাখ্যা / সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে গানের তালিকা / সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি প্রকাশিত হলে প্রচ্ছদ কর্মের হস্তান্তর দলিল।
- কর্মটি মৌলিক মর্মে আদালতে কোন মোকদ্দমা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল ঘোষণা সম্বলিত অঙ্গীকারনামা (কার্টিজ পেপারে)।
- কর্মের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি।
- পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি।

প্রতিষ্ঠানের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপরিল্লেখিত কাগজপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

- কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।
- নিয়োগকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী হলে সৃজনকারীকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নিয়োগপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
- হস্তান্তর সূত্রে মালিক হলে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিক দ্বারা সত্যায়িত কপিরাইট হস্তান্তর দলিল।

উল্লেখ্য যে, অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে উপরিউল্লিখিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র/প্রমাণাদির স্ক্যানকপি দাখিল করতে হবে।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অপেক্ষাকাল ঃ কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যেকোন কর্মের বিষয়ে আবেদন প্রাপ্তির পর বর্ণিত কর্মের বিষয়ে আপত্তির সুযোগ প্রদানের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিন অপেক্ষা করার বিধান রয়েছে।

কপিরাইট লঙ্ঘন হলে প্রতিকার ঃ কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত অপরাধ এর মামলা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যায়। এছাড়াও সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি কপিরাইট অফিসে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি ঃ কপিরাইট আইন ২০০০ এর ৮২ ধারার বিধানমতে কপিরাইট লঙ্ঘনের শাস্তি অনূর্ধ্ব ০৪(চার) বছর কিন্তু অন্যূন ০৬(ছয়) মাস কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড।

যোগাযোগে ঠিকানা ঃ	প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ
কপিরাইট অফিস জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন (৩য় তলা) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩২, বিচারপতি এসএম মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।	ই-মেইল ঃ ecopyrightofficebangladesh@yahoo.com ওয়েবসাইট ঃ www.copyrightoffice.gov.bd **Facebook ID** : copyrightoffice ফোন ঃ +৮৮-০২-৯১১৯৬৩২, ফ্যাক্স ঃ +৮৮-০২-৮১৪৪৮৯৫ **Helpline** : +88- 01511-440044

রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট

ই-কপিরাইট সিস্টেমে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি:

১। কপিরাইট অফিসের ***http://www.copyrightoffice.gov.bd/*** ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর **"অনলাইন আবেদন"** শীর্ষক অপশনে ক্লিক করতে হবে।

২। **"অনলাইন আবেদন"** শীর্ষক অপশনে ক্লিক করলে আপনি কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন **হোমপেইজ**-এ প্রবেশ করবেন।

৩। কপিরাইট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হোমপেইজ-এ প্রবেশ করে আপনি **"প্রবেশ করুন"** নামক অপশনে ক্লিক করলে লগইন পেইজ পাবেন। এখন লগইন এর জন্য আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। **"রেজিস্ট্রেশন করুন"** বাটনে ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণের প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন নাম, মোবাইল নং, ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, একবার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলে ভবিষ্যতে আপনি Same ই-মেইল বা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অন্য যে কোন কর্মের আবেদন করতে পারবেন।

৪। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার ই-মেইল কিংবা মোবাইল নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে ফরম-২ বা আবেদনপত্রের প্রথম Page দেখতে পাবেন। এ Page-এ আপনাকে ট্রেজারি চালান, স্বাক্ষর ও অঙ্গীকারনামা (কার্টিজ পেপার) স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে এবং বিভিন্ন কলামের প্রয়োজনীয় তথ্য Fill-up করতে হবে কিংবা অপশন অনুযায়ী নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে।

৫। প্রথম Page সম্পন্ন হওয়ার পর **"আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান"** অথবা **"সংরক্ষন করে অগ্রসন হউন"** নামক দুটি অপশন পাবেন। **"আপনি কি সংরক্ষণ করতে চান"** অপশনে ক্লিক করে তথ্যগুলো সংরক্ষন করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন বা এডিট করে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন।

অথবা

"সংরক্ষন করে অগ্রসন হউন" নামক অপশনে ক্লিক করলে আপনি আবেদনপত্রের দ্বিতীয় Page পাবেন। এখানে আপনাকে আপনার ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কর্মের সফ্ট কপি (সফ্টওয়্যারের ক্ষেত্রে ভিজুয়াল পার্ট ও ব্যবহার উপযোগিতা কর্মের বিবরণ ঘরে লেখার অপশন আছে) আপলোড করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কলাম পূরণ করতে হবে কিংবা প্রদত্ত অপশন থেকে নির্ধারিত বাটন সিলেক্ট করতে হবে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে হস্তান্তর দলিল, উত্তরাধিকারী সনদ, সম্মতিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, মেমোরেন্ডামের মালিকানা স্বত্ব বন্টনের অংশ, টিন সার্টিফিকেট, প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং নিয়োগপত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে ।

৬। যদি কোন মন্তব্য থাকে তা উল্লেখ করে, আপনি সনদ বাংলায় নাকি ইংরেজিতে চান নির্ধারিত অপশন ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে।আপনি আপনার আবেদন সংরক্ষনের জন্য**"সংরক্ষণ করুন"** কিংবা দাখিলের জন্য**"দাখিল করুন"** অপশন সিলেক্ট করতে পারবেন।

৭। সংরক্ষণ করলে পরবর্তীতে আপনি আবেদনপত্র এডিট করে দাখিল করতে পারবেন। আর যদি দাখিল করেন তাহলে ছবিসহ আবেদনের কপি স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। এটা আপনি প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে আপনার ই-মেইল এবং মোবইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্তিস্বীকার বার্তা পৌঁছে যাবে।

রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উদ্ভাবনের সংরক্ষণ, বাংলাদেশের উন্নয়ন
কপিরাইট নিবন্ধন, মেধাসম্পদ সংরক্ষণ

কপিরাইট কি?

মানব মন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতি থেকে যে সব মেধাসম্পদের উৎপত্তি হয়; তার আইনগত সুরক্ষা হলো কপিরাইট।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত মেধাসম্পদ সমূহ

সাহিত্য, কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সঙ্গীত, রেকর্ড (অডিও ও ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগসহ অন্য কোন মাধ্যম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, স্থাপত্য, মানচিত্র, নকশা, চার্ট, ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), স্লোগান, থিম সং (Theme song), ফেসবুক ফ্যান পেজ (Facebook fan page), শিল্পকর্মসহ অন্যান্য।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা

- মেধাসম্পদের মৌলিকত্বের আইনগত স্বীকৃতি।
- মেধাসম্পদের মালিকানা বিষয়ক প্রমাণপত্র এবং মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত মেধাসম্পদ এর অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিকার পাওয়া যায়।
- উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানার স্বত্ব নিশ্চিত হয়।
- মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় উৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার।
- অর্থনৈতিকভাবে কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট এর স্বত্ব হিসেবে নির্দিষ্ট মেয়াদের আইনগত স্বীকৃতি পাওয়া যায়।
- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি।
- বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোন দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/ স্বকীয়তা তথা সুনাম(Goodwill) কে সুরক্ষা প্রদান।
- একবার কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করলে পুনরায় নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ	প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ
কপিরাইট অফিস জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন (৩য় তলা) ৩২, বিচারপতি এসএম মোর্শেদ সরণি আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।	ই-মেইলঃ ecopyrightofficebangladesh@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ www.copyrightoffice.gov.bd Facebook ID: copyrightoffice ফোন : +৮৮-০২-৯১১৯৬৩২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৪৪৮৯৫ Helpline : +88-01511-440044

রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট